বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

দৈনিক আল-ইহসান পত্রিকার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত মামলা।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান।
২। জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল	সদস্য।
৩। জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ	সদস্য।
৪। জনাব জনাব আকরাম হোসেন খান	সদস্য।
৫। ড. উৎপল কুমার সরকার	সদস্য।

দৈনিক আল-ইহসানের পক্ষে ঃ জনাব আব্দুর রাজ্জাক খান, সিনিয়র এডভোকেট ও
জনাব শেখর আহমেদ, এডভোকেট।

শুনানীর তারিখ ঃ ১০/০২/২০১৬ইং।

রায়ের তারিখ ঃ ১০/০৩/২০১৬ইং।

রায়ঃ

স্বপ্রণোদিত নোটিশের প্রেক্ষিতে মামলাটি উদ্ভুত বিধায় কোন ফরিয়াদী নেই। তাই আল-ইহসান পত্রিকায় গত ০৫/১০/২০১৫ইং এবং ০৭/১০/২০১৫ইং তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদন দুটি হুবুহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

০৫/১০/২০১৫ইং তারিখের প্রতিবেদন ঃ

"খলিফাতুল্লাহ, খলীফাতু রসূলিল্লাহ, ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত তরীকৃত, মুহ্ইউস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, হুজ্জাতুল ইসলাম, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদে আ'যম, কৃইয়ূমুয যামান, জাব্বারিউল আউয়াল, কৃউইয়্যুল আউয়াল, সুলত্বানুন নাছীর, হাবীবুল্লাহ, জামিউল আলকৃাব, আওলাদুর রসূল, মাওলানা সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী ওয়াল কুরাইশী- মুর্শিদ কিবলা, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা।

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, 'নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক।'

বর্তমানে ভারতে মুসলমান শতকরা ৪০ ভাগ আর মুশরিক হিন্দুও ৪০ ভাগ।

কিন্তু মুসলমান ও মুশরিক হিন্দু সমান সমান হওয়ার পরও ভারতে মুশরিকরা মুসলমান উনাদের সবচেয়ে বড় ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে কোনো ছুটি দেয় না।

তাহলে কি করে বাংলাদেশে মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ মুশরিক হিন্দুদের বিতর্কিত জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজার ছুটি 'সরকারি ছুটি' হতে পারে?

মনে রাখতে হবে যে- বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, 'পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র সুন্নাহ শরীফ উনাদের বিরোধী কোনো আইন পাস করবে না' এবং দেশের জনগণের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগই হচ্ছেন মুসলমান এবং রাষ্ট্রধীন হচ্ছেন সম্মানিত ইসলাম।

তাই মুশরিক হিন্দুদের পূজার জন্য অগত্যা যদি ছুটি দিতেই হয়; তবে ঐচ্ছিক ছুটি দিতে হবে। সরকারি ছুটি দেয়ার কোনোই অবকাশ নেই।

আল ইহসান প্রতিবেন- মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম।

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইউস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, কৃইয়ূমুয যামান, জাব্বারিউল আউওয়াল, কৃউইয়্যুল আউওয়াল, সুলত্বানুন নাছীর, হাবীবুল্লাহ, জামিউল আলকৃাব, আওলাদে রসুল, মাওলানা সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, ভারতে মুসলমান জনগোষ্ঠী শতকরা ৪০ ভাগ আর মুশরিক হিন্দু জনগোষ্ঠীও শতকরা ৪০ ভাগ। অর্থাৎ ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা মুশরিক হিন্দুদের সমান সমান হওয়ার পরও সাইয়্যিদে ঈদে আ'যম, সাইয়্যিদে ঈদে আকবর পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালনে কোনো ছুটি দেয়া হয়না।

চলমান পাতা ০২

অথচ এ দিন- যিনি সৃষ্টি না হলে মহান আল্লাহ পাক তিনি কিছুই সৃষ্টি করতেন না, যিনি হযরত নবী আলাইহিস সালাম উনাদের নবী, যিনি হযরত রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের রসূল, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র বিলাদতী শান মুবারক প্রকাশ করেন; কিন্তু সে উপলক্ষে মুশরিকরা ভারতে কোনো সরকারি ছুটি দেয় না। নাউযুবিল্লাহ!

তাহলে বাংলাদেশে শতকরা মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ হিন্দুদের বিতর্কিত জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজার ছুটি কি করে সরকারি ছুটি হতে পারে?

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার আবির্ভাবের সময় কুল-মাখলুকাতে মহা শান-শওকাত, জাঁকজমক ও মহাসমারোহের সাথে উৎসবের কথা সর্বজনবিদিত। কাজেই নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার আগমনের দিন সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ বা ঈদে আ'যম হিসেবে পালন মুসলমান উনাদের ঈমান তথা দ্বীনি বিশ্বাস উনার সাথে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তারপরেও ভারতে মুসলমানদের জন্য এ দিনে কেনো সরকারি ছুটির ব্যবস্থা নেই। অপরদিকে দু'ঈদে মাত্র দু'দিন এবং লাইলাতুল বরাত ও আশুরা মোট এ চার দিন সব মুসলমানের জন্য সরকারি ছুটি বরাদ্দ। নাউযুবিল্লাহ!

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, দুটি হিন্দু সংগঠন জন্মাষ্টমীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের আহবান জানিয়ে আসছে। কিন্তু যে দেশে সম্মানিত দ্বীন ইসলাম উনাকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়; সে দেশে জন্মাষ্টমী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের কোনো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি এদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণাও সঠিক নয়। কারণ কৃষ্ণের জন্ম নিয়ে যেমন রয়েছে একদিকে বিতর্ক, তেমনি কৃষ্ণের জন্মের পর থেকে গত পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত এভাবে জন্মাষ্টমী পালনের ইতিহাসও নেই। জন্মাষ্টমী মুশরিক হিন্দুদের জন্য সার্বজনীন কোনো উৎসবও নয়। তাই এদিনে যদি ছুটি দিতেই হয়; তবে বড়জোড় মুশরিক হিন্দুদের জন্য ঐচ্ছিক ছুটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারণ মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ হিন্দুদের জন্য দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ জনশক্তিকে অকার্যকর রেখে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি করা আদৌ সমুচিত নয়।

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, দুর্গাপূজা মুশরিক হিন্দুদের সনাতন কোনো ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়। উপমহাদেশের অন্য অঞ্চলে এ দুর্গাপূজার ব্যাপকতা তো নেইই, এমনকি ভারতের অধিকাংশ স্থানে এর প্রচলনই নেই। বরং ইতিহাস পাঠে জানা যায়, শাসক শ্রেণী তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজার প্রচলন এবং বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়েছে।

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, বাঙালি হিন্দুর দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে। তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে এই দুর্গাপূজার প্রচলন করে। সেটিই কালক্রমে কিছু সংখ্যক হিন্দুদের বর্তমান ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে যায়। রাজা কংস নারায়ণ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে উদ্দেশ্যে দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিল তার পেছনে কারণ ছিল তার ঐশ্বর্য প্রদর্শন। অর্থাৎ ঐশ্বর্যের দাপট দেখানো। আর এখনো দুর্গাপূজা অবলম্বন করে হিন্দু ঐশ্বর্যশালীদের মাঝে দাপট দেখানোর প্রবণতা দেখা যায়। রাজা কংস নারায়ণের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তার উত্তরসূরিরা দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ করে রাজা কংস নারায়ণের মতো দাপট দেখানোর সুযোগ নেয়। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যে নব্যধনীদের উদ্ভব ঘটে, তারা সে ঐতিহ্যকে আরো জোরদার করে তোলে। এরসাথে গান-বাজনা, অশ্লীল কদর্য নৃত্যগীত, মদ্যপান তাদের দুর্গাপূজার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে পড়ে এবং এখন সে অশ্লীলতা ও দাপট দেখানোর প্রবণতা আরো ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, মূলকথা হলো- বাংলাদেশে মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ হিন্দুদের জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজার ছুটি কোনোভাবেই সরকারি ছুটি হতে পারে না। যদি ছুটি দিতেই হয়, তবে ঐচ্ছিক ছুটি দিতে হবে। সরকারি ছুটি দেয়ার কোনোই অবকাশ নেই। এরকম বিষয়ে রাষ্টধর্ম ইসলাম উনার এদেশে সরকারি ছুটির কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং এসব দিনে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজায় হিন্দুদের ঐচ্ছিক ছুটির ব্যবস্থা করে সরকারের উচিত মুসলমানদের ধর্মীয় ছুটিগুলো আরো বর্ধিত করা তথা রাষ্ট্র দ্বীন ইসলাম উনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও প্রতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্বীন ইসলাম উনাকে প্রাধান্য দেয়া।

চলমান পাতা ০৩

০৭/১০/২০১৫ইং তারিখের প্রতিবেদনঃ

"খলিফাতুল্লাহ, খলীফাতু রসূলিল্লাহ, ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত তরীকৃত, মুহ্ইউস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, হুজ্জাতুল ইসলাম, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদে আ'যম, কৃইয়ূমুয যামান, জাব্বারিউল আউয়াল, কৃউইয়্যুল আউয়াল, সুলত্বানুন নাছীর, হাবীবুল্লাহ, জামিউল আলক্বাব, আওলাদুর রসূল, মাওলানা সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী ওয়াল কুরাইশী- মুর্শিদ ক্বিবলা, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা।

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, 'তোমরা নেক কাজে ও পরহেযগারীতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করো। বদ কাজে অর্থাৎ পাপে ও শত্রুতায় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করো না।

পবিত্র ঈদে অসচ্ছল মুসলমান উনাদেরকে সহযোগিতা না করে মাত্র ১.৫ ভাগ হিন্দুদেরকে পূজায় সাহায্য করাটা কখনো সম্মানিত দ্বীন ইসলাম সম্মত নয়।

কাজেই বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ অধিবাসী মুসলমানগণ এটা কখনো মেনে নিতে পারেনি।

উল্লেখ্য, ভারতে হিন্দু মুশরিকরা ৪০ ভাগ মুসলমান উনাদের অস্তিত্ব ও আধিপত্য অস্বীকার করে থাকে। অথচ বাংলাদেশের মাত্র ১.৫ ভাগ হিন্দুরা পূজার নামে তাদের আধিপত্য বিস্তার ও প্রমাণ করতে চায়। নাউযুবিল্লাহ!

রাষ্ট্রদ্বীন সম্মানিত দ্বীন ইসলাম উনার এদেশে ৯৮ ভাগ অধিবাসী মুসলমান উনাদেরই প্রাধান্য ও আধিপত্য বজায় রাখা সম্মানিত ইসলামী শরীয়ত উনার হুকুম। এছাড়া সাংবিধানিকও বটে।

আল ইহসান প্রতিবেন- মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম।

যামানার লক্ষ্যস্থল ওলীআল্লাহ, যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইউস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে আ'যম, কৃইয়ূমুয যামান, জাব্বারিউল আউওয়াল, কৃউইয়্যুল আউওয়াল, সুলত্বানুন নাছীর, হাবীবুল্লাহ, জামিউল আলক্বাব, আওলাদে রসুল, মাওলানা সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, এদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ অধিবাসী মুসলামান উনাদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ উপলক্ষে সরকার কোনো অনুদান দেয় না। এমনকি মঙ্গাপীড়িত উত্তরবঙ্গের জনগণ ও আইলা, সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদেরও পবিত্র ঈদে আদৌ সহযোগিতা করেনি। অথচ সরকার প্রতিটি পূজামন্ডপেই নগদ অর্থ সাহায্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ!

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, মুসলমান উনাদের সম্মানিত শরীয়তে গান-বাজনা শোনা হারাম। কিন্তু তারপরেও প্রতিটি পূজামন্ডপে নাচ-গানের ব্যাপক আয়োজন করে একদিকে কোমলমতি ও সাধারণ মুসলমান উনাদেরকে আকৃষ্ট করে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

পাশাপাশি মুসলমান উনাদের পবিত্র দ্বীন পালনেও ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও মুসলমানরা যাতে কোনো প্রতিবাদ করতে না পারে, বরং ভয়ে আতঙ্কে মুখ বুঁজে সহ্য করে, সেজন্য প্রতিটি পূজামন্ডপে সরকার মাত্রাতিরিক্ত পুলিশ ও র‍্যাব দিয়ে হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে এবং করছে। নাউযুবিল্লাহ! সে তুলনায় মুসলমান উনাদের কোনো ধর্মীয় উৎসবে মসজিদে, মাযার শরীফ-এ, খানকা শরীফ বা দরবার শরীফ-এ সরকার আদৌ কোনো পুলিশী নিরাপত্তা রাখেনা।

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, সরকারের অবস্থা দেখে মনে হয় যে, তারা মুসলমান উনাদেরকে সম্মানিত ইসলাম পালনে বাধা দেয় অর্থাৎ 'পর্দা পালনে বাধ্য করা যাবে না' বলছে আর বিপরীতে হিন্দুদেরকে পূজা করার ব্যাপারে বাধ্য করা হচ্ছে। অর্থাৎ সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করে হিন্দুদের পূজা করিয়ে দিতে নিবেদিত। নাউযুবিল্লাহ! দেশের মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ অধিবাসী হিন্দুদের প্রতি সরকারের এরূপ আচরণ মুসলমান উনাদের প্রতি অবশ্যই বৈষম্যমূলক।

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, বাংলাদেশ সংবিধানে ২৮(১) ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে , "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।" এ অনুচ্ছেদে বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈষম্যের অর্থ হচ্ছে-কোনো ছাত্র ভালো পড়া লেখা করে যদি ৯৮ পায় আর কোনো ছাত্র যদি ১.৫ পায়; তাহলে এ দু'ছাত্রকে সমানভাবে উত্তীর্ণ করা বা দু'ছাত্রের প্রতি একই ধরনের আচরণ করাই বৈষম্য। অন্যভাবে বলতে গেলে ৯৮ ভাগ অধিবাসী মুসলমান উনাদের প্রতি যে মূল্যায়ণ তথা আচরণ সে একই আচরণ বা মূল্যায়ণ ১.৫ ভাগ হিন্দুদের প্রতি করাই বড় বৈষম্য বা মুসলমান উনাদের প্রতি বড় বৈষম্যমূলক আচরণ।

চলমান পাতা ০৪

মুজাদ্দিদে আ'যম, সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, এদেশে হিন্দুরা মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ হওয়ার পরেও তারা এদেশে আধিপত্য বজায় রেখে চলে। অথচ ভারতে ৪০ ভাগেরও বেশি মুসলমান থাকার পরও সেখানে মুসলমান উনাদের উপর অবিরত নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে। তাদের ইজ্জত কেড়ে নেয়া হচ্ছে। মাল-সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে। ভারতে অনেক জায়গায় মুসলমান উনাদের গরু কুরবানী ও আযান দেয়া বন্ধ রয়েছে। মুসলমান উনাদের জন্য শরীয়তী আইনের বিপরীত অধ্যাদেশ জারি করা হচ্ছে। মুসলমান পরিচয়ে থাকা অতি কঠিন করে দেয়া হচ্ছে। মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করাটা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ!

মুজাদ্দিদে আ'যম,সাইয়্যিদুনা হযরত ইমামুল উমাম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, তাই বাংলাদেশ সরকারের জন্য ফরয হচ্ছে, ৯৮ ভাগ মুসলমান উনাদেরকে দুই ঈদসহ বিশেষ বিশেষ দ্বীনী পর্বগুলোতে সহযোগিতা করা। আর মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ হিন্দুদেরকে ৯৮ ভাগ মুসলমান উনার আনুপাতিক হারে সুবিধা দিয়ে সমান আচরণের সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করা এবং সম্মানিত দ্বীন ইসলাম উনার দৃষ্টিতে তাদের পূজা পালনে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা না করা। কারণ মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, 'তোমরা নেক কাজে ও পরহেযগারীতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করো। বদ কাজে অর্থাৎ পাপে ও শত্রুতায় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করো না।"

আল-ইহসান পত্রিকায় ০৫/১০/২০১৫ইং এবং ০৭/১০/২০১৫ইং তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদন এর প্রতি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান এর দৃষ্টি আকর্ষিত হলে, তিনি খবরের গুনাগুণ বিচার করে স্বপ্রণোদিত হয়ে নিম্নে বর্ণিত কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করেন। যা হুবুহু ভাবে ছাপানো হলো।

"আপনার বিগত ৫/১০/১৫ইং ও ৭/১০/১৫ইং তারিখের 'আল-ইহসান' পত্রিকায় প্রকাশিত "তাহলে কি করে বাংলাদেশে মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ মুশরিক হিন্দুদের বিতর্কিত জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজার ছুটি 'সরকারী ছুটি' হতে পারে?" শিরোনামে সংবাদটির প্রতি প্রেস কাউন্সিলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে চরমভাবে হিন্দু ধর্ম বিদ্বেষী, উস্কানিমূলক ও মিথ্যা তথ্য এবং সরকার ও রাষ্ট্র বিরোধী বক্তব্যে ভরপুর, যা মিথ্যা, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসুত। এর ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানহানি ঘটেছে, আইন–শৃংখলা অবনতি ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে এবং বাঙালি জাতিসত্বাসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। আপনি লিখেছেন মুশরিক হিন্দুদের পূজার জন্য অগত্যা যদি ছুটি দিতে হয়; তবে ঐচ্ছিক ছুটি দিতে হবে। সরকারী ছুটি দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। আপনি আরও লিখেছেন, "যে দেশে সম্মানিত দ্বীন ইসলাম উনাকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষনা করা হয়; সে দেশে জন্মাষ্টমী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের কোন প্রশ্নই উঠে না। এমনকি এদিনে সরকারী ছুটি ঘোষনাও সঠিক নয়। কারণ কৃষ্ণের জন্ম নিয়ে যেমন রয়েছে একদিকে বিতর্ক, তেমনি কৃষ্ণের জন্মের পর থেকে গত পাঁচ হাজার বছর পর পর্যন্ত এভাবে জন্মাষ্টমী পালনের ইতিহাসও নেই। জন্মাষ্টমী মুশরিক হিন্দুদের জন্য সার্বজনীন কোন উৎসবও নয়। তাই এদিনে যদি ছুটি দিতে হয়; তবে বড় জোর মুশরিক হিন্দুদের জন্য ঐচ্ছিক ছুটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারণ মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ হিন্দুদের জন্য দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ জনশক্তিকে অকার্যকর রেখে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি করা আদৌ সমুচিত নয়।"

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টটি––

ক) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধির ১, ১০ ও ১৯ ধারা লংঘন করেছে।

খ) ।) বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক অপরাধ,

।।) ১৫৩(ক) ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির অপরাধ, এবং

।।।) ২৯৫(ক) ধারা অনুযায়ী কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননার অপরাধ।

গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ এর ৫৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধ।

এহেন গর্হিত কাজের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা, পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের জন্য কেন জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে বলা হবে না, দন্ডবিধি এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের উপরোক্ত ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় স্বরাষ্ট্র সচিবকে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হবেনা, তার জবাব পত্র প্রাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া গেলো।"

চলমান পাতা ০৫

দৈনিক আল-ইহসানের জবাব ঃ

কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের প্রেক্ষিতে দৈনিক আল-ইহসান এর সম্পাদক জবাব দাখিল করে বর্ণনা করে যে, দরখাস্তকারী/জবাবদাতা একজন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি। তিনি দৈনিক 'আল-ইহসান' পত্রিকায় বিগত ২০০০ ঈসায়ী সাল থেকে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, জামাত-শিবির বিরোধী লেখনীর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ও প্রশংসিত। তিনি নারী নীতিমালা প্রণয়নকালে সরকারকে সহযোগিতা করেন। হেফাজত বিরোধী প্রচারণা চালানো প্রকাশনা বের করেন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগের প্রধান উপদেষ্টা, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত সংগঠনে বাংলাদেশ ওলামা, মাশায়েখ ঐক্যজোটেরও প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পাশাপাশি তিনি ভেজাল বিরোধী আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, ধুমপান বিরোধী আন্দোলনসহ অনেক সামাজিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত এবং অনেক পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক।

তিনি তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নব্বইয়ের দশক থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত জামাত-শিবির জঙ্গিবাদ বিরোধী লেখনী চালিয়ে ব্যাপক জনমত তৈরীতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি স্বাধীনতার স্বপক্ষের এবং মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ-জামাত-শিবির বিরোধী ৩০ লাখ লোকের সংগঠন 'আনজুমানে আল বাইয়্যিনাত' এর কেন্দ্রীয় আহবায়ক।

দৈনিক 'আল ইহসান' পত্রিকায় মূলনীতি হলো জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, রাজাকার, জামাত বিরোধী ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে জনসাধারণের নিকট তুলে ধরে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি তথ্য স্বদেশপ্রেমকে সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাকে সমুন্নত করা। দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়া এবং স্বাধীনতার সুফল জনগণের কাছে পৌছে দেয়া।

দৈনিক 'আল ইহসান' পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। হলুদ সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী নয়। বরং ইসলামী মূল্যবোধকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে আসছে।

বিগত ০৫/১০/২০১৫ইং ও ০৭/১০/২০১৫ইং তারিখে দৈনিক 'আল ইহসান' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তাহলে কি করে বাংলাদেশে ১.৫% মুশরিক হিন্দুদের বিতর্কিত জন্মাষ্টমী ও দূর্গাপূজার ছুটি সরকারী ছুটি হতে পারে? শিরোনামের প্রতিবেদন একজন সম্মানিত প্রতিবেদক এর। যিনি হলেন রাজারবাগের সম্মানিত পীর সাহেব।

জবাবে আরও উল্লেখ করা হয় যে, দৈনিক 'আল ইহসান' পত্রিকায় উল্লেখিত শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন বক্তার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। কোন কিছু নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা না করে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত প্রতিবেদনে সম্মানিত বক্তা, রাষ্ট্র, সরকার, কোনো গোষ্ঠী, কোনো ব্যক্তি বা কোনো মহলের মান সম্মান ক্ষুন্ন করার নিমিত্তে বা হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে প্রকাশ করা হয়নি।

প্রকাশিত প্রতিবেদন দুটিতে সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক সরকার ও রাষ্ট্র বিরোধী, কোন প্রকার শত্রুতা সৃষ্টি বা কোন শ্রেনী বিশেষের ধর্মীয় বিশ্বাস অবমাননার নিমিত্তে প্রকাশ করা হয়নি। দরখাস্তকারী/জবাবদাতা দৃঢ়ভাবে এহেন অভিযোগ আনয়নের বিষয়টি অস্বীকার করেন। কোনভাবেই কোন অবস্থাতেই প্রতিবেদন দুটি প্রেস কাউন্সিলের সন্দেহের বিষয়ের আলোকে প্রকাশ করা হয়নি। গত ৫ই অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে জন্মাষ্টমী ও দূর্গাপূজার ছুটির নির্ধারণ নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমানদের ছুটি পাওয়ার পক্ষে কিছু যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে মাত্র। এটা কোন মতেই সাম্প্রদায়িক উস্কানী নয়। মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ দিবসে ছুটি প্রার্থনা করার ফলশ্রুতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কোন কারণ নেই।

প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধির ১, ১০ ও ১৯ ধারার লঙ্ঘন করার মতো কোন খবর বা তথ্য দৈনিক আল ইহসান পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নাই। তদসংক্রান্ত খবর ও ছুটি প্রকাশ করার উন্মুক্ত স্বাধীনতা কোন অবস্থাতেই দন্ডবিধির ১২৪(ক), ১৫৩(ক), ২৯৫(ক) ধারাকে আকর্ষণ করে না।

জবাবে আরও বর্ণনা করেন, দৈনিক আল ইহসান পত্রিকায় বিগত ০৫/১০/২০১৫ইং ও ০৭/১০/২০১৫ইং তারিখে নালিশী প্রতিবেদন দুটি প্রকাশিত হয়েছে, প্রতিবেদন দুটি প্রকাশ হয়েছে প্রায় ৩(তিন) মাস। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ পর্যন্ত কোনো মহল, এমনকি কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ আসেনি, কোন মহল থেকে প্রতিবেদন দুটি নিয়ে কোন নেতিবাচক সমালোচনাও হয়নি।

চলমান পাতা ০৬

এই প্রতিবেদন দুটি প্রকাশের আলোকে প্রেস কাউন্সিলের কারণ দর্শানোর নোটিশে কোন পক্ষে মানহানি ঘটেছে, আইন শৃংখলার অবনতি করেছে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তির ক্ষুন্ন হয়েছে বা কোন কোন পক্ষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে মর্মে নোটিশ এর বক্তব্যসমূহ সঠিক নহে। নোটিশগ্রাহক/জবাবদাতা ভবিষ্যতে সকল প্রকার প্রতিবেদন প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

১০/০২/২০১৬ ইংরেজী তারিখে স্বপ্রণোদিত নোটিশ এর প্রেক্ষিতে কাউন্সিল এর বিচারিক কমিটির সম্মুখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ তারিখে নোটিশগ্রহীতা/জবাবদাতা তাঁদের উত্থাপিত যুক্তিতর্কের আলোকে একটি এফিডেভিট দাখিলের আবেদন করলে কমিটি তা গ্রহণ করে এবং জবাবদাতা ২২/০২/২০১৬ইং তারিখে এফিডেভিট দাখিল করে, যার মূল অংশ নিম্নে হুবুহু উদ্ধৃত করা হলো।

> ***"আল-ইহসান পত্রিকার হলফনামাঃ***
>
> ***১। বিগত ০৫/১০/২০১৫ইং ও ০৭/১০/২০১৫ইং তারিখে দৈনিক আল ইহসান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রকাশনায় সম্মানিত প্রেস কাউন্সিল হইতে কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করা হয়। আমরা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেতঃ ভাবে সংবাদ প্রকাশের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা অঙ্গিকার করছি ভবিষ্যতে সংবাদ প্রকাশে প্রেস কাউন্সিলের অনুসরণীয় নীতিমালা অনুসরণ করব। ভবিষ্যতে অত্যন্ত সতর্কতার সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করিব এবং প্রেস কাউন্সিলের অনুসরণীয় নীতিমালা অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করিব। আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।"***

আলোচনা ও সিদ্ধান্তের সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধি-বিধানগুলি উদ্ধৃত করা হলো।

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১১ঃ(বি)ঃ ধারা অনুযায়ী প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি ঃ

বিধি ১। জাতিসত্তা বিনাশী এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সংবিধান বিরোধী বা পরিপন্থী কোন সংবাদ অথবা ভাষ্য প্রকাশ না করা ;

বিধি ১০। ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশগত বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদা হানিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা;

বিধি ১৯। বিদ্বেষপূর্ণ খবর প্রকাশ না করা ;

বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক অপরাধ

ধারা ১২৪(ক)। রাষ্ট্রদ্রোহীতা ঃ কোন ব্যক্তি যদি উচ্চারিত বা লিখিত কথা বা উক্তি দ্বারা, অথবা চিহ্নাদি দ্বারা, অথবা দৃশ্যমান প্রতীকের সহায়তায় অথবা অপর কোনভাবে বাংলাদেশে আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা করার চেষ্টা করে অথবা বৈরিতা উদ্রেক করে বা করার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন অথবা যে কোন কম মেয়াদের কারাদন্ডে যার সাথে অর্থদন্ড যোগ করা যাবে অথবা তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াাদের কারাদন্ডে দন্ডিত হবে যার সাথে অর্থদন্ড যোগ করা যাবে, অথবা তাকে জরিমানা দন্ডে দন্ডিত করা হবে।

১৫৩(ক) ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির অপরাধ

ধারা-১৫৩(ক)। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন উচ্চারিত বা লিখিত কথা কর্তৃক অথবা চিহ্ন কর্তৃক অথবা দৃশ্যমান প্রতীক কর্তৃক অথবা অপর কোনভাবে বাংলাদেশের জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে শত্রুতার মনোভাব বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা জরিমানা দন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডেই দন্ডিত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ বাংলাদেশের জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে বৈরিতা বা বিদ্বেষের জনোভাবপ্রসূত, বিষয়ারার বা যেসব বিষয় অনুরূপ বৈরিতা বা বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হয়, সেসব বিষয় দূরীকরণের সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং কোনরূপ দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য ছাড়া তৎসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা এই ধারার অর্থ অনুযায়ী অপরাধ বলে পরিগণিত হবে না।

চলমান পাতা ০৭

২৯৫(ক) ধারা অনুযায়ী কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননার অপরাধ

ধারা ২৯৫ (ক)। কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে উক্ত শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বা হিংসাত্মক কার্য ঃ কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দের কোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ও হিংসাত্মকভাবে লিখিত বা উচ্চারিত কথা কর্তৃক বা দৃশ্যমান কোন বস্তু কর্তৃক সে শ্রেণীর ধর্মকে বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমানিত করে বা অপমানিত করার চেষ্টা করে, তবে সে ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে অথবা জরিমানা দন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডেই দন্ডিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ ঃ ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ

[১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন,

বিয়োগ করা হইবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ ঃ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা ঃ

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।

গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ এর ৫৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধ।

ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দন্ড।

১। কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃংখলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

যুক্তি-তর্ক ঃ

স্বপ্রণোদিত নোটিশের শুনানীর জন্য প্রেস কাউন্সিল কোন আইনজীবী নিয়োগ দান করেনি। গত ১০/০২/২০১৬ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য ছিল। প্রতিপক্ষ নোটিশগ্রহীতা এবং তাহার আইনজীবী জনাব আবদুর রাজ্জাক খাঁন, সিনিয়র এডভোকেট এবং জনাব শেখর আহমেদ, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, প্রেস কাউন্সিল এর বিচারিক কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন এবং জনাব রাজ্জাক খাঁন প্রতিপক্ষের পক্ষে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেন। যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনকালে তিনি কাউন্সিল কর্তৃক স্বপ্রণোদিত নোটিশখানা পড়ে শুনান এবং বলেন যে, আল ইহসান পত্রিকার সম্পাদক জনাব হাসনী ওয়াল হুসাইনী ওয়াল কুরাইশী মুর্শিদ কিবলা, রাজারবাগ শরীফ প্রেরিত প্রতিবেদনটি প্রচার করেছেন মাত্র যা প্রতিবেদকের একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। সম্পাদক কোন কিছু নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা না করে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত প্রতিবেদন রাষ্ট্র, সরকার, কোন গোষ্ঠী বা কোন মহলের মান-সম্মান ক্ষুন্ন করার নিমেত্তে প্রকাশ করা হয় নাই। তিনি নিবেদন করেন যে, জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজায় ছুটি নির্ধারণ নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমানদের ছুটি পাওয়ার পক্ষে কিছু যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে মাত্র।

চলমান পাতা ০৮

এটা কোনমতেই সাম্প্রদায়িক উস্কানী হতে পারে না এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কোন কারণ নেই। তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুসলমানদেরকে দেওয়া ছুটি অত্যন্ত অপ্রতুল বিধায় প্রতিবেদক তাঁর প্রতিবেদনে একটা তুলনামূলক অবস্থা দেখাতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। এই সময় বিচারিক কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বিজ্ঞ আইনজীবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমিটি কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর যুক্তি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সুপ্রীম কোর্ট বা বাংলাদেশ সরকার কোন সম্প্রদায়কে কত ছুটি দিবে এটা তাদের এখতিয়ার। বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিপক্ষের জবাবের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করে বলেন যে, আল ইহসান পত্রিকাটি স্বাধীনতার স্বপক্ষের এবং মৌলবাদ দৃষ্টিবাদ সম্পন্ন জামায়াত শিবিরের বিরোধী এবং হলুদ সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী নয় বরং ইসলামী মূল্যবোধকে অগ্রগতির ভিত্তিতে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকে।

তিনি প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, বর্তমান বিষয়টি ১২ ধারার আলোকে নিস্পত্তি করার জন্য আবেদন করেন এবং নোটিশে উল্লেখিত বিভিন্ন আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ না করার জন্য বিশেষভাবে নিবেদন করে বলেন যে, ১২ ধারার আলোকে যে কোন শাস্তি প্রদান করা হয় তা প্রতিপক্ষ মাথা পেতে গ্রহণ করবেন। তখন বিজ্ঞ আইনজীবী জবাবের শেষের লাইন পড়েন **"দরখাস্তকারী/জবাবদাতা ভবিষ্যতে সকল প্রকার প্রতিবেদন প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করবেন"** এবং আরও বলেন যে, আল ইহসান পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অনভিপ্রেতভাবে সংবাদ প্রকাশের জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং আরও অঙ্গীকার করছে যে ভবিষ্যতে সংবাদ প্রকাশে প্রেস কাউন্সিলের অনুসরণীয় নীতিমালা অনুসরণ করবে এবং ভবিষ্যতে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবে। এই পর্যায়ে বিচারিক কমিটির অন্যতম সিনিয়র সাংবাদিক এবং কাউন্সিলের সদস্য জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ বিজ্ঞ আইনজীবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, আপনি যে বক্তব্য দিচ্ছেন এটা কিন্তু জবাবের সাথে কোন মিল নেই। তখন বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর বক্তব্যের আলোকে একটি এফিডেভিট দাখিল করার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান বিজ্ঞ আইনজীবীর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং এতে কমিটির অন্যান্য সদস্য সর্বজনাব আকরাম হোসেন খাঁন, ডক্টর উৎপল কুমার সরকার এবং মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল একমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে ২০/০২/২০১৬ইং তারিখে একটি এফিডেভিট দাখিল করেন যার মূল অংশ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পরিশেষে বিজ্ঞ আইনজীবী কাউন্সিল এর ১২ ধারার আলোকে বিচারকার্য, নিস্পত্তি করার জন্য জোড় আবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

নোটিশগ্রহীতা/জবাবদাতার পক্ষে তাঁর আইনজীবীর উপস্থাপিত যুক্তি-তর্ক শুনেছি এবং নথীতে রক্ষিত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। ০৫/১০/২০১৫ইং এবং ০৭/১০/২০১৫ইং তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদন দুটি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। মূল পত্রিকাগুলি পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, এই প্রতিবেদন দুটি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন রকম কালি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু রীতি অনুসারে সংবাদ পরিবেশন করতে হয় প্রথম পৃষ্ঠায় আর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় ভিতরের পৃষ্ঠায়। প্রতিবেদনের কিছু অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

" বর্তমানে ভারতে মুসলমান শতকরা ৪০ ভাগ আর মুশরিক হিন্দুও ৪০ ভাগ।

কিন্তু মুসলমান ও মুশরিক হিন্দু সমান সমান হওয়ার পরও ভারতে মুশরিকরা মুসলমান উনাদের সবচেয়ে বড় ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে কোনো ছুটি দেয় না।

তাহলে কি করে বাংলাদেশে মাত্র প্রায় ১.৫ ভাগ মুশরিক হিন্দুদের বিতর্কিত জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজার ছুটি 'সরকারি ছুটি' হতে পারে?" এবং ০৭/১০/২০১৫ইং তারিখে শিরোনাম ছিল *"পবিত্র ঈদে অসচ্ছল মুসলমান উনাদেরকে সহযোগিতা না করে মাত্র ১.৫ ভাগ হিন্দুদেরকে পূজায় সাহায্য করাটা কখনো সম্মানিত দ্বীন ইসলাম সম্মত নয়।*

কাজেই বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ অধিবাসী মুসলমানগণ এটা কখনো মেনে নিতে পারেনি।

উল্লেখ্য, ভারতে হিন্দু মুশরিকরা ৪০ ভাগ মুসলমান উনাদের অস্তিত্ব ও আধিপত্য অস্বীকার করে থাকে। অথচ বাংলাদেশের মাত্র ১.৫ ভাগ হিন্দুরা পূজার নামে তাদের আধিপত্য বিস্তার ও প্রমাণ করতে চায়। নাউযুবিল্লাহ!"

চলমান পাতা ০৯

একজন প্রতিবেদক যখন প্রতিবেদন লিখেন তখন তাঁর নিজস্ব মতামত হিসেবে গণ্য করা যায়। আর যখন সেই প্রতিবেদনটি বিভিন্ন রঙ-এ ছাপিয়ে জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়, তখন প্রতিবেদক এর নিজস্ব মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন তা জনগণের চিন্তার কারণ হয়ে দাড়ায়।

নোটিশে উল্লেখিত কাউন্সিল এর আচরণবিধি এবং অন্যান্য আইনের বিধি বিধানগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং বিচারিক কমিটি তা বিশ্লেষণ করে মনে করে যে, আল-ইহসান পত্রিকার সম্পাদক প্রতিবেদন দুটি প্রচার করে সাংবাদিকতার রীতিনীতি ভঙ্গ করেছেন এবং বিশেষ কায়দায় প্রতিবেদনগুলি পরিবেশন করে হিন্দু ধর্মবলাম্বীদের ক্ষোভের সৃষ্টি করেছেন যা বেআইনী। সরকার কোন সম্প্রদায়কে কত ছুটি দিবে এটা সরকারের এখতিয়ার এবং কোন সম্প্রদায় যদি তাদের ছুটি বেশী পেতে চান তাহলে সরকারের নিকট আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ এবং হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গ টেনে এনে সাম্প্রদায়িকবিদ্ধেষমূলক বিষয় ছাপানোর কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বর্তমান প্রতিবেদনটি তৈরী/লিখা হয়েছে স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক বিদ্ধেষের উদ্দেশ্যে যা আল ইহসান পত্রিকায় প্রকাশ করে সাংবাদিকতার রীতিনীতি লংঘন করেছে, যেকারণে পত্রিকার সম্পাদক কোন অবস্থাতেই তাঁর দায় এড়াতে পারেন না।

যুক্তি-তর্ক উত্থাপনকালে বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, উল্লেখিত প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করা সঠিক হয়নি যা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেতভাবে প্রচারের জন্য সম্পাদক আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ/সংবাদ প্রতিবেদন পরিবেশন করবেন এবং তাঁদের এহেন কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন এবং এই মর্মে একটি এফিডেভিট দাখিল করেছেন, যার মূল অংশ রায়ের উপরিভাগে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য, স্বপ্রণোদিত নোটিশের বিষয়বস্তু বিচারিক কমিটি বিবেচনা করেছে এবং কমিটি সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান স্বপ্রণোদিত নোটিশটি কাউন্সিলের আইনের আওতায় জারী করেছেন, যার ফলে সংবাদ এবং সাংবাদিকতার রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠায় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বিচারিক কমিটি সংশ্লিষ্ট আচরণবিধি এবং আইনের বিধিবিধান এবং আইনজীবীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মনে করে যে, প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার আলোকে বর্তমান বিচারকার্যটি নিস্পত্তি করা সমীচীন। কারণ জবাবদাতা তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ, সংবাদ/সংবাদ প্রতিবেদন পরিবেশন করবেন বলে বিচারিক কমিটিকে আস্বস্ত করেছেন। বিচারিক কমিটি মনে করে সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে কোন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করার জন্য ব্যবহার করা যায় না। এক্ষেত্রে আল ইহসান পত্রিকা স্বাধীনতার নামে বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে আল-ইহসান পত্রিকার সম্পাদককে(নোটিশগ্রহীতা/জবাবদাতা) সতর্ক, ভর্ৎসনা এবং তিরস্কার করা হলো এবং ভবিষ্যতে এধরনের সংবাদ, প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হবেন, সাংবাদিকতার সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করবেন, সাংবাদিকতার মত মহৎ পেশাকে কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজে ব্যবহার করবেন না।

উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ দিয়ে মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো।

রায় প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নোটিশগ্রহীতার পত্রিকা দৈনিক আল-ইহসান পত্রিকায় রায়টি প্রথম পৃষ্ঠায় হুবহু ছাপিয়ে পত্রিকার একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রায়ের কপি জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রেরণের জন্য প্রেস কাউন্সিলের সচিবকে নির্দেশ দেয়া গেল।

স্বাক্ষরিত-
(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

চলমান পাতা ১০

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত-
(আকরাম হোসেন খান)
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত-
(মনজুরুল আহসান বুলবুল)
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত-
(রিয়াজউদ্দিন আহমেদ)
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত-
(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য